MODULE NO-13

B.A 2ND SEM(HONS)PHILOSOPHY

COURSE CODE-AHPHI201C

মীমাংসক সম্মত অর্থাপত্তির ব্যাখ্যা করো।

ভারতীয় দর্শনে যথার্থ জ্ঞান কে বলা হয় প্রমা এবং তার কারণ কে বলা হয় প্রমাণ। এই প্রমাণ এর সংজ্ঞা বিষয়ে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির নানা মত। ভারতীয় দর্শনের শাখা হিসেবে মীমাংসক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাকর মীমাংসক এবং কুমারিল ভট্ট এর মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রভাকর সম্প্রদায় প্রত্যক্ষাদির সঙ্গে অর্থাপত্তি নামে একটি প্রমাণ স্বীকার করেন। আর কুমারিল ভট্ট ও তার অনুগামীরা অর্থাপত্তি ছাড়াও অনুপলব্ধি নামে একটি প্রমাণ স্বীকার করেন।

- অর্থাপত্তির লক্ষণঃ- "অর্থাপত্তি" শব্দের অন্তর্গত "অর্থ" শব্দের অর্থ "বিষয়" অথবা "বাস্তব বিষয়" আর "আপত্তি"শব্দের অর্থ "কল্পনা"। কোন বাস্তব বিষয়ে অথবা কোন বিষয়ের কল্পনাই হল "অর্থাপত্তি"। কোন বাস্তব বিষয়ের মধ্যে আপাত অসংগতি ব্যাখ্যা করার জন্য যখন অন্য কোন বিষয় কল্পনা করা হয় তখন সেই বিষয় কল্পনাই হচ্ছে অর্থাপত্তি। দৃষ্ট অথবা শ্রুত যে বিষয়টি উপপন্ন হয় না,অসঙ্গত রূপে অনুভূত হাওয়ায় ব্যাখ্যাত হয় না, তাকে বলে উপপাদ্য আর যে বিষয়টির কল্পনা ব্যতীত ঐ অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করা যায় না, তাকে বলে উপপাদক। অর্থাপত্তির করণ হচ্ছে উপপাদ্যের জ্ঞান আর ফল হচ্ছে উপপাদকের জ্ঞান। তাহলে ভিন্ন ভাবে বলা যায় অন্য কোনভাবে যখন কোন বিষয়ের উপপাদন সম্ভব হয় না তখন সেই অসংগতি বা অনুপপত্তি কে ব্যাখ্যা করার জন্য যে উপপাদকের কল্পনা করা হয় তাকেই বলে "অর্থাপত্তি"। উদাহরণস্বরূপ বিষয়টি বোঝানো গেল 'পীনঃ দেবদত্তঃ দিবা ন ভুঙতে'। অর্থাৎ স্থূলকায় দেবদত্ত দিনে আহার করে না। এখানে দুটি বিষয়ের উল্লেখ আছে- 'দেবদত্ত স্থূলকায়' এবং'দেবদত্ত দিনে আহার করে না'। এখানে দৃষ্ট পীনত্বের সঙ্গে দিনে আহার না করা অর্থাৎ উপবাসে থাকা অনুপপন্ন বা অসঙ্গতিপূর্ণ হাওয়ায়, সেই অসংগতি ব্যাখ্যার জন্য দেবদত্তের নৈশ্যভোজন কল্পনা করতে হয়। এখানে নৈশ্যভোজন কল্পনায় হচ্ছে অর্থাপত্তি। নৈশ্য ভোজন কল্পনা রূপ অর্থাপত্তির সাহায্যেই দিনে উপবাসী দেবদত্তের পীনত্বের ব্যাখ্যা হয়। উপপাদ্যের জ্ঞান(পীনত্বের জ্ঞান) হল করণ এবং উপপাদকের জ্ঞান(নৈশ্যভোজনের জ্ঞান) হল ফল। তবে,' অর্থাপত্তি' শব্দটির দ্বারা ফল এবং করণ উভয়কেই বোঝানো হয়। 'প্রত্যক্ষ' শব্দটি যেমন, প্রমা এবং প্রমাণ উভয়কেই বোঝায় 'অর্থাপত্তি' শব্দটির দ্বারাও তেমনি প্রমা এবং প্রমাণ উভয় কেই বোঝানো হয়। অর্থাপত্তি দুই প্রকার হতে পারে।(১)দৃষ্টার্থাপত্তি,(২)শ্রুতার্থাপত্তি।

(১) দৃষ্ট কোনো বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য যে কল্পনা করা হয় তাকে বলে দৃষ্টার্থাপত্তি। উপরোক্ত দেবদত্তের দৃষ্টান্তটি দৃষ্টার্থাপত্তির উদাহরণ। যে দেবদত্ত দিনে আহার করে না তাকে স্থূলকায় প্রত্যক্ষ করে তার নৈশ্য ভোজন কল্পনা করা হয়েছে।

(২) শ্রুত কোনো বাক্যের অনুপপত্তি বা অসংগতি ব্যাখ্যার জন্য যে কল্পনা করা হয় তা শ্রুতার্থাপত্তি।ধরা যাক, শোনা গেল "জীবিত চৈত্য গৃহে নেই"।এখানে দুটি বিষয়ের উল্লেখ আছে-'চৈত্য জীবিত' এবং 'চৈত্য গৃহে নেই' - এই দুটি বাক্য শুনে চৈত্যের জীবিত থাকা ও গৃহে না থাকার মধ্যে অসংগতি ব্যাখ্যার জন্য যখন কল্পনা করা হয় চৈত্য বাইরে আছে তখন চৈত্যের বাইরে থাকার যে জ্ঞান হয় তা শ্রতার্থাপত্তি।এখানে 'গৃহে

না থাকা' হচ্ছে উপপাদ্য এবং তার বাইরে থাকার কল্পনা হল উপপাদক। উপপাদ্যের জ্ঞান(গৃহে না থাকা) হচ্ছে করণ (প্রমাণ) এবং উপপাদকের জ্ঞান(বাইরে থাকা) হল ফল(প্রমা)। জীবিত চৈত্য গৃহে না থাকলে তার বাইরে থাকা কে কল্পনা করতে হয় অন্যথায় চৈত্যের জীবিতাবস্থা অনুপপন্ন হয়। 'গৃহে না থাকার' সঙ্গে 'চৈত্যের জীবিতাবস্থা'র সংগতিবিধান প্রসঙ্গেই আমরা জানতে পারি যে,চৈত্য বাইরে আছে।